রাইচাঁদ বড়াল প্রযোজিত
এম,এল,বি, প্রোডাকসন্সের
ভুলের শেষে
ভারতী দেবী
অভিনীত
PRIMA FILMS(1938)LTD
প্রাইমা রিলিজ
পরিচালনা :
অমর মল্লিক

— এম-এল-বি প্রোডাকসন্সের নিবেদন —

"ভুলের শেষে"

প্রযোজনা : **আর সি বড়াল**

পরিচালনা : **অমর মল্লিক** সুরশিল্পী : **রাইচাঁদ বড়াল**

চিত্রনাট্য : **তুলসী লাহিড়ী** গীতিকার : **কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ**

চিত্রগ্রহণ : **অজয় কর** * **দেওজী ভাই**

শব্দগ্রহণ : **মধুশীল** (সঙ্গীত) **গৌর দাস** (মেলার গান ও আবহসঙ্গীত)

জে ডি ইরানী (সংলাপ)

সম্পাদক : **কালী রাহা** শিল্পনির্দ্দেশ : **বীরেন নাগ, সুনীল সরকার**

স্থিরচিত্রশিল্পী : **ষ্টিল ফটো সার্ভিস, লাইট এণ্ড শেড**

পরিস্ফুটন : **বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী**

ব্যবস্থাপক : **শৈলেন রায়** রূপ সজ্জা : **রামু**

প্রধান কর্ম্মসচীব : **শ্যাম লাহা** প্রচার সচীব : **ফণীন্দ্র পাল**

নিউ থিয়েটার্স লিঃ এবং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও-এ গৃহীত

● সহকারীগণ ●

পরিচালনায় : **সুখময় সেন : নন্দদুলাল মজুমদার**

চিত্রশিল্পে : **নিমাই রায় : বুলু লাডিয়া**

বীরেন লাডিয়া, তরুণ গুপ্ত

শব্দ যন্ত্রে : **সিদ্ধি নাগ, সন্তু বোস**

সম্পাদনায় : **অনীৎ মুখোপাধ্যায়** শিল্পনির্দ্দেশে : **অমিতাভ বর্দ্ধন**

সঙ্গীতে : **ডি সি বড়াল : আলী হোসেন**

যন্ত্রসঙ্গীত : **ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিমল মিত্র (সাহিত্যিক) • *কমল মজুমদার* • *কমলালয় ষ্টোরস লিঃ*

কাহিনী...

দরিদ্র স্কুল মাষ্টার দেবব্রতের বড় আদরের বোন হিমু। হিমুকে সে নিজেই লেখাপড়া শিখিয়েছে। গ্রামের সঙ্গীতজ্ঞ সারু জেঠামশায় শিখিয়েছেন গান। দারিদ্র্যের চাপে সংসার পড়েছে ভেঙে, দেবব্রতেরও নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে নিঃশেষিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে শুধু ভাল ঘরে ভাল বরে হৈমকে সম্প্রদান করে যেতে পারলেই সে সান্ত্বনা পায়।

ঐ অঞ্চলের কলকাতাবাসী জমিদার শিকার করতে এল হিমুদের গ্রামে। স্নানরতা তরুণীদের কলকণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে দীঘির পাড়ে এসে লুকিয়ে দেখে তাঁর হিমুকে চোখে লেগে গেল। বড় লোকের খেয়াল। খোঁজ খবর নিয়ে, অবশেষে নায়েব মশাই আর পরিষদ হরিধনকে তিনি পাঠালেন।

আভিজাত্যের দম্ভটুকু সম্বল করে অধীনস্থ লোকদের তাড়না করে যে আত্মপ্রসাদ তাই দিয়ে জমিদারবাবু তাঁর গুণের অভাব পুরণ করতেন। হৈমকে পাওয়ার পূর্ব্বে যে ভাবই তাঁর থাকুক না কেন পাওয়ার পর তাকে ঘরণীর চেয়ে একটি মূল্যবান আসবাব মাত্র মনে করে মালিকানার গৌরবটুকু জাহির করতে লাগলেন।

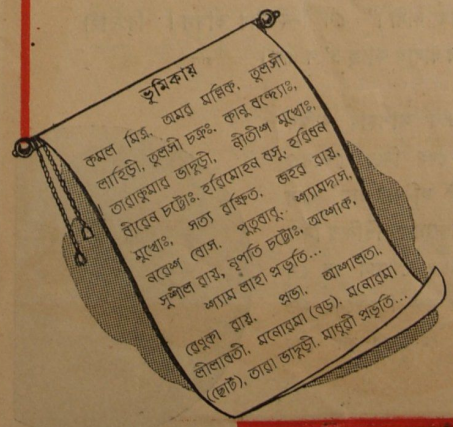

দেবব্রতের শিক্ষার গুণে হৈম ন্যায় অন্যায়ের বোধ এবং অন্যায় মেনে না নেওয়ার সাহসটুকুও পেয়েছিল। গানে মুগ্ধ হয়ে রায় বাহাদুর তাকে বিবাহ ক'রে এবাড়ীতে এনে জানিয়ে দিলেন যে মেয়েদের গান বাজনা করা এ বাড়ীর প্রথা নয়। সারু জেঠা দেখা করতে এসে ফিরে

গেলেন। জমিদার বাবুর অনুপস্থিতিতে অন্দরে এত্তালা পাঠাবার ভরসা কারো হোল না।

বড় ঘরের প্রথা অনুসারে জমীদারবাবু মাঝে মাঝে সোনা-দানা দিয়ে হৈমকে আদর করতেন কিন্তু সে প্রাণহীন আদরের আড়ম্বর আর দম্ভে হৈমবতী আঘাতই পেত, সুখী হ'ত না।

সুখেই হোক্ আর দুঃখেই হোক দিন ত' কাটেই। ইতিমধ্যে হৈমবতীর একটি পুত্র সন্তান হল। দেবব্রত অসুস্থ তাই উৎসবে যোগ দিতে পারল না। জমীদার বাবু হৈমকে শুনিয়ে দিলেন "ভাগ্গেকে কিছু দিতে হবে তাই অসুখের ছুতো করে এড়ানর এসব কায়দা আমাদের ঢের দেখা আছে।"

দেবব্রত সত্যই খুব অসুস্থ ছিল। পিসীমা কাশীতে চলে গেছেন। হৈম আজকাল আর চিঠিরও জবাব দেয় না। সারু জেঠা বলে, ডাকের হয়ত গোলযোগ হয়েছে।

দেবব্রতের লেখা চিঠিগুলি, হঠাৎ একদিন বাবুর দপ্তর ঘর পরিস্কার করার তদারক করতে গিয়ে হৈমবতী পেল। দাদার অসুখের খবর গোপন করা ও তার চিঠি প'ড়ে তাকে না দেওয়ার কথা জেনে—হৈম অকস্মাৎ ধৈর্য্য হারিয়ে প্রশ্ন ক'রে বসল "আমি এ বাড়ীর কে?" উত্তর হল "এ বাড়ীর আর সবার কাছে তুমি বৌরাণী কিন্তু আমার দাসী।" সে দিন বাঁধ ভাঙ্গল। বিদ্রোহী হ'য়ে ছেলে নিয়ে হৈম দাদার কাছে চ'লে এল।

দেবব্রত সব শুনে আশঙ্কায় অস্থির হ'য়ে উঠল। রুগ্ন দেহ নিয়ে কোনও ব্যবস্থা কর্ব্বার পূর্ব্বেই জমিদার বাবু এসে মায়ের বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন এবং জানিয়ে গেলেন যে সে বাড়ীর দোর হৈমর জন্য চিরদিনের মত বন্ধ হ'য়ে গেল। দেবব্রতর রুগ্ন দেহ

এ আঘাত সইতে পারলো না। চির বিদায় নেবার পূর্ব্বে সে কিন্তু বলে গেল—"বোন—সে তোর স্বামীর ঘর। তুই সেখানে ফিরে যাস্।"

সারু জেঠার বাড়ীতে হৈম আশ্রয় নিল। অবশেষে সারু জেঠা হৈমকে নিয়ে তার স্বামীর ঘরে গিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হ'য়ে ফিরে এলেন। কারও বোঝা হ'য়ে থাকার লজ্জা হৈমকে অস্থির ক'রে তুল্ল। ঐ গ্রামেরই একটী মেয়ের বাড়ী, তার ছেলে মেয়ে দেখা শোনা করার কাজ নিয়ে সে কলকাতায় গেল।

হৈমবতীর রূপ গুণ দেখে এবং অতীত জীবনের স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার অপবাদ শুনে সে মেয়েটী কিন্তু হৈমকে নিয়ে মানিয়ে চ'লতে পারল না। গুণের জন্য যে শ্রদ্ধা হৈম তার স্বামীর কাছে পেত বা গৃহচিকিৎসক ডাক্তার বাবুর কাছে পেত তার কদর্থ করে তার সন্দিগ্ধ মন হৈমর উপর বিরূপ হ'য়ে উঠল। অবশেষে একদিন হৈমকে আবার সারু জেঠার আশ্রয়ে দিয়ে আসতে হ'ল।

কিন্তু, পরনিন্দা এবং পরচর্চ্চায় রত নিন্দুকের নিন্দার বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে হৈম তার কলকাতার পরিচিত ডাক্তার বাবুকে জানাল যে সে নার্শ হতে রাজী আছে। ডাক্তার বাবু হৈমর সেবা শুশ্রূষার নিষ্ঠা দেখে, একদিন কথায় কথায় নার্শ হ'লে তার পক্ষে স্বাধীন জীবিকা ও সম্মানিত জীবন দুইই পাবার সম্ভাবনা আছে, এই সব বলেছিলেন।

হৈম কলকাতায় আসতে তাকে অবলম্বন করে ডাক্তারবাবু এক ধনী বন্ধুর সাহায্যে একটি নার্সিং হোম খুলে হৈমকে তার মেট্রন ক'রে দিলেন।

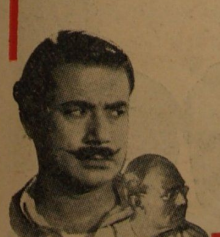

হৈমর রূপের আকর্ষণে, ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে, ধনী লোকটি তাকে জীবন সম্ভোগের যুক্তির জালে জড়িয়ে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নেবার উপক্রম করল। আত্মসম্মান জ্ঞান সে বিপদেও হৈমকে বাঁচাল বিশেষ করে সে যে সন্তানের মা এ চিন্তা তার মনে অহরহ বিরাজ করত তাই

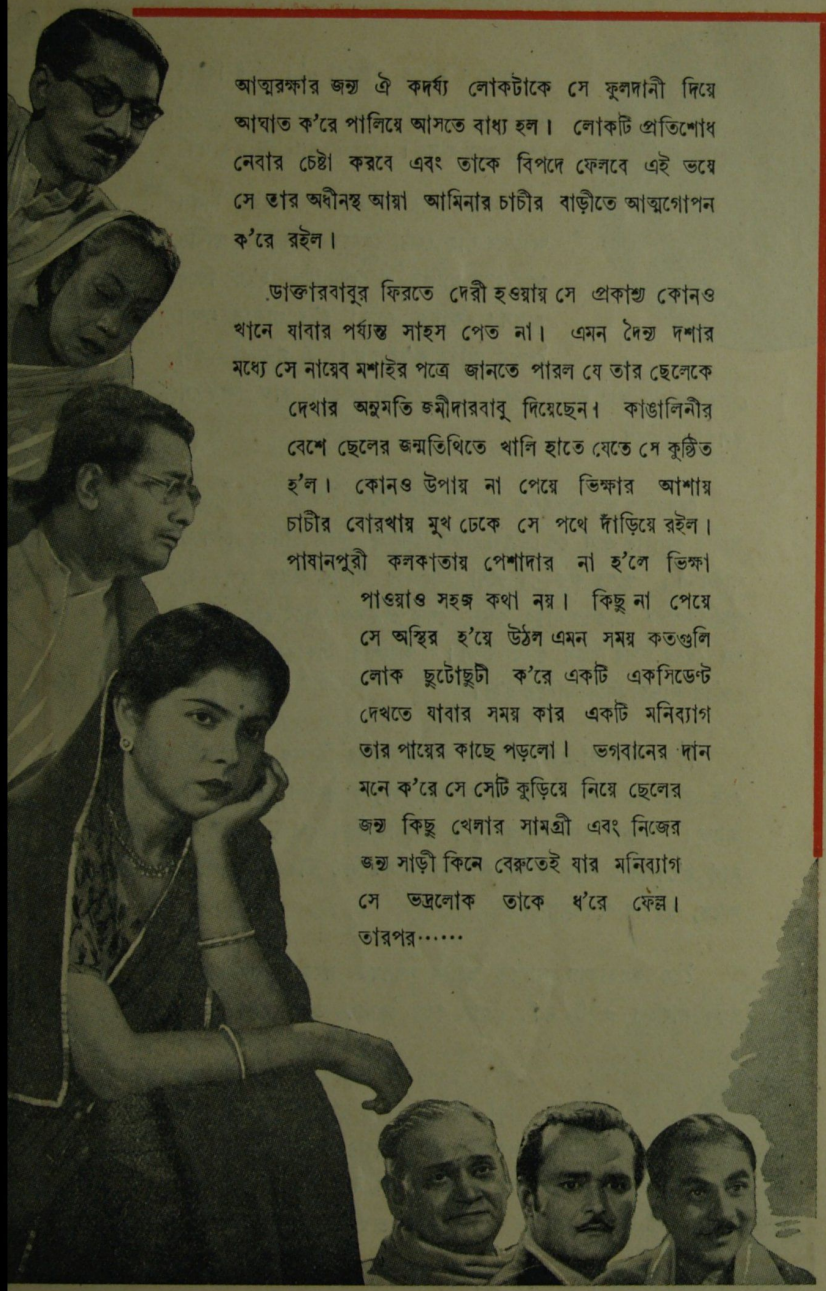

আত্মরক্ষার জন্য ঐ কদর্য্য লোকটাকে সে ফুলদানী দিয়ে আঘাত ক'রে পালিয়ে আসতে বাধ্য হল। লোকটি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে এবং তাকে বিপদে ফেলবে এই ভয়ে সে তার অধীনস্থ আয়া আমিনার চাচীর বাড়ীতে আত্মগোপন ক'রে রইল।

ডাক্তারবাবুর ফিরতে দেরী হওয়ায় সে প্রকাশ্য কোনও খানে যাবার পর্য্যন্ত সাহস পেত না। এমন দৈন্য দশার মধ্যে সে নায়েব মশাইর পত্রে জানতে পারল যে তার ছেলেকে দেখার অনুমতি জমীদারবাবু দিয়েছেন। কাঙালিনীর বেশে ছেলের জন্মতিথিতে খালি হাতে যেতে সে কুণ্ঠিত হ'ল। কোনও উপায় না পেয়ে ভিক্ষার আশায় চাচীর বোরখায় মুখ ঢেকে সে পথে দাঁড়িয়ে রইল। পাষানপুরী কলকাতায় পেশাদার না হ'লে ভিক্ষা পাওয়াও সহজ কথা নয়। কিছু না পেয়ে সে অস্থির হ'য়ে উঠল এমন সময় কতগুলি লোক ছুটোছুটী ক'রে একটি একসিডেণ্ট দেখতে যাবার সময় কার একটি মনিব্যাগ তার পায়ের কাছে পড়লো। ভগবানের দান মনে ক'রে সে সেটি কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের জন্য কিছু খেলার সামগ্রী এবং নিজের জন্য সাড়ী কিনে বেরুতেই যার মনিব্যাগ সে ভদ্রলোক তাকে ধ'রে ফেল্ল। তারপর.....

গান

সোনার খোকা সোনার, খুকু পুতুল নিয়ে যাও
তারি সাথে পুতুল খেলার গানটী শিখে নাও
আহা গানটী শিখে নাও
ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজে
রংবেরঙ্গের পুতুল নাচে
মেলা ঘুরে খুঁজে এস কোথাও যদি পাও
আহা পুতুল নিয়ে যাও
ভাই বোনেতে মিলেমিশে সাজাও খেলাঘর
এই ছাখোশে বৌটী কেমন, এই ছাখোনা বর
মনের মত আমার কাছে
হরেক রকম পুতুল আছে
পছন্দ সই বেছে নিয়ে দামটী শুধু দাও

লক্ষ্মী আমার সোনা আমার
মানিক আমার ঘুমো
বেলা অনেক হোল যাদু
এই বেলাটী ঘুমো
মানিক আমার ঘুমো
ঝরঝর ঝরনাসে ঝরণা
মুকুলিত জীবনের রক্তিম স্বপনের
হিমগিরি শিখরিণী ঝরণা
ডাকে রাঙ্গা রবিকর, ঝর ঝর নির্ঝর
কম্পিত কাঞ্চন ঝর্ণা

ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছ'ল, ছ'ল, ছ'ল
চঞ্চল ছন্দে, চঞ্চল ছন্দে
যৌবন টলমল ফাল্গুনী গন্ধে
বাহুর বাঁধনে ধরি, ভরা নদী মরিমরি
কুলু কুলু দিশাহারা আকুল আনন্দে

ও শ্যামলী ডাকিস কেন বারে বারে
মায়ার জালে জড়াস কেন
বলনা মোরে বারে বারে
ও ধবলা, ওরে লালী, জানি তোদের ভাষা
চিনি চিনি ডাগর চোখের নীরব ভালবাসা
গোঠে গোঠে কোন দেবতার বাঁকা হাতে বাঁশি
তোদের ডাকে জাগায় বুকে স্বপন রাশি রাশি
বৃন্দাবনের চতুর বনমালী
রাখাল সেজে হাতে পাঁচন বাড়ী
তোদের মাঝেই বিলিয়েছিলেন আপনারে বারেবারে

সোনার কপাটে বিধাতার লিপি,
অজানা আখরে লেখা ॥
নবজীবনের পূজার মন্ত্র
আজো যে হয়নি শেখা ॥
প্রাণের দেউলে কত উপাচার
ধূপদীপ মালা জ্বলে অনিবার ॥
আলো আঁধারের আলপনা রচে
নয়নের জল রেখা ॥
আঙ্গিনায় বাজে অভয় শঙ্খ
অচেনা জীবন পথে
পাষাণ দেবতা হবে কি সারথী
আশার কনক রথে
উদয় তীর্থে নবারুণ রাগে
দুরুদুরু হিয়া একি অনুরাগে
ওগো অনাগত দুয়ার খুলিয়া
কবে দেবে তুমি দেখা ॥

পাখী বলে আমি, রূপার খাঁচায় কাঁদি
বন্ধ আমার পাখা
আমি একাবসে তাই, আকাশের গান সাধি
দূরের স্বপন মাখা
পথ নেই আহা পথ নেই কোনখানে
বন্দী পাখীর কাঁদে হিয়া অভিমানে
কাঁদে তার ভালবাসা, কণ্ঠে যে নেই ভাষা
রাঙা আকাশের অনুরাগে রাঙা
ভোরের পাখীরা ডাকে ঘুম ভাঙ্গা
খাঁচায় বন্দী বিহগের বুকে
বেদনার ছবি আঁকা।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১/০ আনা

এসোসিয়েটেড প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
শরৎচন্দ্রের

পথ নির্দ্দেশ

মণীষা দেবী, সুমনা ভট্টাচার্য্য, বীরেন চট্টো, খগেন পাঠক, শিশির বটব্যাল, জীবেন বসু, অজিত চট্টো, মনোরঞ্জন

এস-বি-প্রোডাকসন্সের নিবেদন
সুনন্দা দেবী অভিনীত
শরৎচন্দ্রের

শুভদা

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী
সুর : রবীন চট্টো, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বীরেন চট্টো, সাবিত্রী চট্টো, মঞ্জু দে, স্বাগতা

ভূমিকায়
প্রণতি ঘোষ, শোভা সেন, অভি ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাপদ বসু

চিত্রভারতীর নিবেদন

ভোর হয়ে এল

পরিচালনা : সত্যেন বসু